কাথুলীর গাড়াবাড়ীয়াতে নৌকার প্রার্থী নাজমুল হক সাগরের কর্মী সভা

কাথুলীর গাড়াবাড়ীয়াতে নৌকা মনোনীত প্রার্থী নাজমুল হক সাগরের কর্মী সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ মঙ্গলবার রাত ৭ টার সময় কাথুলী ইউপি চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান রানার নিজ রাজনৈতিক কার্যালয়ে এ কর্মী সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

কর্মী সভা অনুষ্ঠানে কাথুলী ইউ পি চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান রানার সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ৭৪ মেহেরপুর
- ২ আসনের আওয়ামী লীগের মনোনীত নৌকা প্রার্থী এ এস এম নাজমুল হক সাগর।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারন সম্পাদক ও সাবেক গাংনী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এ্যাডঃশফিকুল আলম,গাংনী পৌর মেয়র আহম্মেদ আলী,কাথুলী ইউনিয়ন কৃষক লীগের সভাপতি রেজাউর রহমান রেজা সহ কাথুলী ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বার ও মহিলা মেম্বার বৃন্দ। আরো উপস্থিত ছিলেন কাথুলী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের প্রতিটি ওয়ার্ডের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক বৃন্দ।

আজকের এই কর্মী সভায় ২ নং ওয়ার্ড গাড়াবাড়ীয়া গ্রামের মিজানুর রহমান রানা চেয়ারম্যানের নির্বাচনী কর্মীবৃন্দরা উপস্থিত ছিলেন।

এ সময় কাথুলী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক ত্রান ও সমাজ কল্যান সম্পাদক মিজানুর রহমান রানা জানান আগামী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রধান মন্ত্রী শেখহাসিনার মনোনীত ও পছন্দের প্রার্থী ডাঃসাগর কে ব্যাপক ভোটে বিজয় লাভ করিয়ে ৭৪ মেহেরপুর ২ গাংনী আসনটি উপহার দিব ইনশাআল্লাহ। তবে এই নির্বাচনে ভোটারের কাছে সরকারের উন্নয়ন তুলে ধরে ভোট সংগ্রহ করার সৈনিক হিসেবে কাজ করতে হবে আপনাদের কে।আপনাদের ভূমিকায় এখানে মূখ্য।

কর্মী সভায় নৌকা মনোনীত প্রার্থী নাজমুল হক সাগর জানান আপনারা জানেন আমার বাবা সাবেক সংসদ সদস্য নূরুল হক গাংনী আপামর জনগনের

জন্য কাজ করে গেছেন সেই সুবাদে জননেত্রী শেখ হাসিনা আমাকেও নৌকা প্রতীক দিয়ে আপনাদের কাছে আসার সুযোগ করে দিয়েছেন। আমি নির্বাচিত হলে আপনাদের কাউকে ব্যাক্তিগত ভাবে হয় তো গাড়ি বাড়ি উপহার দিতে পারবো না তবে এই গাংনী উপজেলা হবে বাংলাদেশের অন্যতম স্মার্ট উপজেলা। প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনার স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মানে আমরাও অগ্রনি ভূমিকা রাখবো। আপনাদের সুখে দুঃখে পাশে থেকে আমার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে চাই। সৃষ্টি কর্তার কাছে আমার চাওয়া পাওয়া কিছু নেই সব দিয়েছেন এখন যদি চান আপনাদের সন্তান এবং ভাই হিসেবে আমাকে ভালোবাসা দিয়ে আপনাদের সেবক হিসেবে সুযোগ করে দিবেন তাহলে এতটুকু বলতে পারি সরকারের সর্বোচ্চ সেবাটুকু প্রতিনিধি হিসেবে আপনাদের দৌড় গোড়া পৌছে দিব। আপনাদের কাছে অনুরোধ রাখবো আগামী নির্বাচনে জননেত্রী শেখ হাসিনার উন্নয়নের ধারা অভ্যাহত রাখতে নৌকা মার্কায় ভোট দিয়ে আপনাদের সেবা করার সুযোগ করে দিন।

প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের সম্পদ বেড়েছে বহুগুণ

নির্বাচন কমিশনে (ইসি) দাখিল করা দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মনোননয় পত্রের সাথে জমা দেওয়া হলফনামা, দশম ও একাদশ সংসদ নির্বাচনের হলফনামা বিশ্লেষণ করে এ তথ্য জানা গেছে। যা একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের থেকেও কয়েক গুণ বেশি।

প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে মেহেরপুর-১ (সদর ও মুজিবনগর) আসনে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন পেয়েছেন। তিনি এর আগে দশম ও একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে এ আসনে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন পেয়ে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। একাদশ সংসদে নির্বাচিত হওয়ার পর তিনি জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব পান। দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সংসদ সদস্য হওয়ার আগে তিনি ঢাকার একটি প্রাইভেট কলেজে শিক্ষকতা করতেন।

গত ১০ বছরে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের রেকর্ড পরিমাণ

সম্পদের একটি বড় উৎস হলো কৃষি। এই খাতে বছরে ২৫ লাখ টাকার বেশি আয় করেন তিনি। এছাড়া অন্যন্যা খাতেও তার আয় বেড়েছে।

হলফনামায় তিনি লিখেছেন, কৃষি থেকে তাঁর বছরে আয় ২৫ লাখ ১৮ হাজার টাকা, ব্যবসা থেকে ১৭ লাখ ৭৯ হাজার ৩৭৪ টাকা, শেয়ারবাজার ও ব্যাংক আমানত থেকে ৪ লাখ ২৮ হাজার ২০১ টাকা এবং পারিশ্রমিক, ভাতা, সম্মানী হিসেবে ২৯ লাখ ৭৬ হাজার ২৭৫ টাকা আয় করেন। এই হিসাবে তাঁর আয়ের বড় অংশটি আসে পারিশ্রমিক, ভাতা ও সম্মানী থেকে।

তাঁর নগদ রয়েছে ১ কোটি ৩৬ লাখ ৬০ হাজার ৬৯৬ টাকা, যা পাঁচ বছর আগে একাদশ সংসদ নির্বাচনের সময় ছিল ৬ লাখ টাকা। ১০ বছর আগে সংসদ নির্বাচনের সময় নগদ ছিলো ৯ লাখ টাকা এবং ব্যাংকে জমা ছিলো ১১ লাখ ৭৬ হাজার ২৩৮ টাকা।

এ ছাড়া বর্তমানে তাঁর ব্যাংকে আছে ২৯ লাখ ১ হাজার ৯১৫ টাকা এবং পোস্টাল সেভিংস রয়েছে ৪০ লাখ টাকার, যার অর্ধেক তাঁর স্ত্রীর নামে। তিনি যে গাড়িটি ব্যবহার করছেন তার দাম ৭৫ লাখ ৫০ হাজার টাকা। তাঁর স্ত্রীর নামে একটি মাইক্রোবাস রয়েছে, যার দাম ৭ লাখ ৫০ হাজার টাকা। তার স্ত্রী মোনালিসার নগদ টাকা রয়েছে ৪৭ লাখ, ব্যাংকে জমা আছে দেড় লাখ, সঞ্চয় পত্র কেনা আছে ২০ লাখ, ব্যবসায় বিনিয়োগ রয়েছে ৪০ লাখ টাকা।

ফরহাদ হোসেনের নিজের ২৫ ভরি ও স্ত্রীর ১৩০ ভরি স্বর্ণ রয়েছে। স্থাবর সম্পদ হিসেবে তিনি বেশ কিছু জমিজমার তথ্য এবারের হলফনামায় দিয়েছেন। তাঁর কৃষিজমি রয়েছে ২৭৪ শতক। রাজধানীর উত্তরায় ১ হাজার ৬০০ স্কয়ার ফুটের একটি ফ্ল্যাট তাঁর নামে রয়েছে, তবে তা বুঝে পাননি। এ ছাড়া একটি দোতলা পাকা বাড়ি রয়েছে তাঁর।

তবে, দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ফরহাদ হোসেন যে হলফনামা দাখিল করেছিলেন তা নগদ ও ব্যাংকে জমা মিলিয়ে ২০ লাখ টাকা ছিলো। তখন তিনি কোন গাড়ির মালিক ছিলেন না, ছিলো না কোন কৃষি জমি, ব্যবসা এমনকি কোন ফ্ল্যাট।

একাদশ সংসদ নির্বাচনের সময় দেড় কোটিরও কম টাকার সম্পদের হিসাব পাওয়া যায়। ওই সময় তাঁর কাছে নগদ ছিল ৬ লাখ টাকা। এ ছাড়া তখন তাঁর ছিল ৮০ লাখ টাকা দামের একটি গাড়ি, স্বর্ণ ও মূল্যবান ধাতু ছিল ২০ লাখ টাকার, আসবাব ছিল ৫ লাখ টাকার এবং ব্যবসা ও অন্যান্য সম্পদ ছিল ৩০ লাখ টাকার। ওই বছর তাঁর সঞ্চয়পত্র ছিল ১ লাখ ৫ হাজার ৩৫৩ টাকার। কৃষি থেকে আয় ছিল ৪ লাখ ও অন্যান্য খাত থেকে ৬

লাখ ৬০ হাজার টাকা।

মেহেরপুর জেলা নির্বাচন অফিস থেকে প্রাপ্ত হলফনামা ও নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইট থেকে প্রাপ্ত হলফনামা বিশ্লেষণ করে এসকল তথ্য পাওয়া গেছে।

কুষ্টিয়ার ৪টি আসনে মনোনয়ন বৈধ ২৯, বাতিল ১৭

কুষ্টিয়ার দুই হেভিওয়েট প্রার্থী বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবউল আলম হানিফ ও জাসদ সভাপতি হাসানুল হক ইনুসহ মোট ২৯ জন প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে। এতে ১৭ জনের মনোনয়ন বাতিল ঘোষনা করেছে জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা।

আজ সোমবার সকাল ১১টা থেকে ১টা পর্যন্ত যাচাই-বাছাই শেষে জেলার চারটি আসনে মোট ১৭ জনের মনোনয়ন বাতিল ঘোষণা করেন জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক মো: এহেতেশাম রেজা।

কুষ্টিয়া-১ আসনে মোট ১৩ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র দাখিল করেছিলেন। এর মধ্যে ১ শতাংশ সমর্থকের কাগজপত্র ঠিক না থাকায় স্বতন্ত্র প্রার্থী দৌলতপুর উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ফিরোজ আল মামুন ও উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক নাজমুল হুদা পটলের মনোনয়নপত্র বাতিল হয়েছে। আর ঋণখেলাপি থাকায় বাতিল হয়েছে পিপলস পার্টির মোহাম্মদ ফজলুল হক এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী ফারুক হোসেনের মনোনয়নপত্র।

এখানে নৌকার প্রার্থী বর্তমান সংসদ সদস্য আ কা ম সরওয়ার জাহান বাদশাহ্ ও অন্যতম সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বী স্বতন্ত্র প্রার্থী সাবেক এমপি রেজাউল হক চৌধুরীর মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে।

কুষ্টিয়া-২ (মিরপুর-ভেড়ামারা) আসনে ১৩ প্রার্থীর মধ্যে যাচাই-বাছাই শেষে ছয়জনের মনোনয়নপত্র বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে। ১ শতাংশ সমথর্কের কাগজপত্র ঠিক না থাকায় স্বতন্ত্র প্রার্থী ডা. ইফতেখার মাহমুদ ও শরিফুজ্জামানের মনোনয়নপত্র বাতিল হয়েছে। আর ঋণখেলাপি থাকায় বাতিল হয়েছে পিপলস পার্টির এজেএম শাহিদুজ্জামান, বিএনএম’র আরিফুর রহমানের মনোনয়নপত্র। আর আয়কর রিটার্ন দাখিল না করায় স্বতন্ত্র প্রার্থী সৈয়দ কামরুল আরিফিন ও সাম্যবাদী দলের আনোয়ার হোসেন বাবলুর মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়েছে।

এখানে জাসদ সভাপতি বর্তমান সংসদ সদস্য হাসানুল হক ইনু ও অন্যতম সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বী স্বতন্ত্র প্রার্থী মিরপুর উপজেলা পরিষদ থেকে সদ্য পদত্যাগ করা মিরপুর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক কামারুল আরেফিনের মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে।

কুষ্টিয়া-৩ (সদর) আসনে মোট ১০ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র দাখিল করেছিলেন। এর মধ্যে ১ শতাংশ সমর্থকের কাগজপত্র ঠিক না থাকায় স্বতন্ত্র প্রার্থী মোস্তফা কামাল মারুফ ও রাকিবুজ্জামান সেতুর মনোনয়নপত্র বাতিল হয়েছে। আর ঋণখেলাপি থাকায় বাতিল হয়েছে তরিকত ফেডারেশনের মেহেদী হাসান রিজভী ও জাতীয় পার্টির নাফিজ আহমেদ খান টিটোর মনোনয়নপত্র।

এখানে বর্তমান এমপি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবউল আলম হানিফ ও স্বতন্ত্র প্রার্থী কুষ্টিয়া পৌরসভার মেয়র আনোয়ার আলীর ছেলে পারভেজ আনোয়ার তনুসহ ৬জনের মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে।

কুষ্টিয়া-৪ (খোকসা-কুমারখালী) আসনে দাখিল করা ১০টি মনোনয়নের মধ্যে ঋণখেলাপি থাকায় মনোনয়নপত্র বাতিল হয়েছে সাবেক এমপি আব্দুর রউফ ও জাকের পার্টির ফারুক হোসেনের। আর ১ শতাংশ সমর্থকের তথ্য সঠিক না থাকায় স্বতন্ত্র প্রার্থী খাইরুল ইসলামের মনোনয়নপত্র বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে।

এই আসনে বর্তমান সংসদ সদস্য বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের প্রেসিডিয়াম মেম্বার সেলিম আলতাফ জর্জসহ সাতজনের মনোনয়ন বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে।

১ শতাংশ সমর্থকের কাগজপত্র ভুল থাকা, আয়কর রিটার্ন দাখিলের কাগজপত্র না থাকা ও ঋণ খেলাপি থাকায় প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র বাতিল হয়েছে। বাতিল প্রার্থীরা আগামীকাল থেকে ৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত

আপিল করতে পারবেন বলে জানিয়েছেন জেলা প্রশাসক এহেতেশাম রেজা।

চুয়াডাঙ্গায় দুটি আসনে বৈধ প্রার্থী ১৩, বাতিল ৭

আগামী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চুয়াডাঙ্গা দুটি আসনে মোট ২০জন প্রার্থীর মধ্যে ১৩ জনের মনোনয়ন বৈধতা এবং সাতজনের বিভিন্ন কারণে মনোনয়ন বাতিল করা হয়েছে ।

আজ সোমবার সকাল সাড়ে দশটার সময় চুয়াডাঙ্গা জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ও চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক ড. কিসিঞ্জার চাকমার সভাপতিত্বে আনুষ্ঠানিকভাবে আগামী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মনোনয়ন বৈধ প্রার্থী ও মনোনয়ন বাতিল প্রার্থীদের নামের তালিকা ঘোষণা করা হয়।

চুয়াডাঙ্গায় দুটি আসনে মোট ২০জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা প্রদান করে । প্রার্থীদের ভিতরে মোট তেরো জন প্রার্থীর নির্বাচনী বৈধতা ঘোষণা করা হয় এবং সাতজন প্রার্থীর বাতিল করা হয়। চুয়াডাঙ্গা-১ আসনে মোট দশ জন প্রার্থীর ভিতরে সাত জনের প্রার্থীতা বৈধতা ঘোষণা করা হয় এবং তিনজনের মনোনয়ন বাতিল করা হয়।বৈধ সাতজন প্রার্থীদের মধ্যে রয়েছে চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের বর্তমান সংসদ সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা সোলাইমান হক জোয়ার্দার ছেলুন তিনি এবারও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী, স্বতন্ত্র প্রার্থী এম এ রাজ্জাক খান, স্বতন্ত্র প্রার্থী এম শহিদুর রহমান, স্বতন্ত্র প্রার্থী দিলীপ কুমার আগরওয়ালা,ন্যাশনাল পিপলস পার্টি (এনপিপি) মনোনীত প্রার্থী ইদ্রিস চৌধুরী, জাকের পার্টির মনোনীত প্রার্থী সালাম উদ্দিন, জাতীয় পার্টির মনোনীত প্রার্থী এ্যাডভোকেট সোহরাব হোসেন।চুয়াডাঙ্গা-১ আসনে মনোনয়ন বাতিল প্রার্থীদের মধ্যে রয়েছেন স্বতন্ত্র প্রার্থী চুয়াডাঙ্গা জেলা যুব মহিলা লীগের সভাপতি আফরোজা পারভীন, স্বতন্ত্র প্রার্থী শেখ শামসুল আবেদিন খোকন, তৃণমূল বিএনপির মনোনীত

১% তথ্য সঠিক নয়।

বৈধ ও বাতিল মনোনয়ন প্রার্থীদের নাম ঘোষণার পরবর্তীতে চুয়াডাঙ্গা জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ও চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক ড. কিসিঞ্জার চাকমা জানান যাদের মনোনয়ন বিভিন্ন কারণে বাতিল করা হয়েছে তারা আগামী ৯ (ডিসেম্বর) পর্যন্ত নির্বাচন সচিব বরাবর আপিল করতে পারবে।

বিএনপি এখন সন্ত্রাসী জঙ্গী বাহিনীর মত হয়ে গেছে : হানিফ

‘বিএনপি এখন আত্মগোপনে থেকে সন্ত্রাসী জঙ্গী বাহিনীর মত হয়ে গেছে’ বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবউল আলম হানিফ।

তিনি বলেন, বিএনপির সামনে কোন রাস্তা খোলা নেই। তারা এখন সন্ত্রাসী জঙ্গী বাহিনীর মত হয়ে গেছে। আত্মগোপনে থেকে থেকে বাসে ট্রাকে আগুন দিয়ে মানুষ হত্যা করায় তাদের কাজ। তারেক রহমান এখন জঙ্গী দলের নেতা হিসেবে যা বলছে তা তার দলের নেতাকর্মীরা ভাবতে পারে। কিন্তু জনগন ও সরকার এ নিয়ে কিছু ভাবে না। কোন লাল চিঠি কিংবা সাদা চিঠি দিয়ে এই সরকারকে টলানো যাবে না।

রোববার সকালে কুষ্টিয়া শহরের নিজ বাসভবনে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে হানিফ এসব কথা বলেন।

এসময় নির্বাচন নিয়ে অভিযোগ প্রসঙ্গে মাহবুবউল আলম হানিফ বলেন, এখন বিএনপি মাগুরা স্টাইলের নির্বাচন হচ্ছে বলে অভিযোগ করছে, কিন্তু মাগুরা স্টাইলের নির্বাচন টা করেছিলো ওই বিএনপিই। এর জন্য তারা এখনও জাতীর কাছে ক্ষমা চায়নি। আওয়ামী লীগ অন্য কোন স্টাইলে নির্বাচন করে না। সংবিধান অনুযায়ী জনগণের অংশগ্রহনমূলক নির্বাচন করবে।

হানিফ আরও বলেন, ইতিমধ্যে ভোটের আমেজ শুরু হয়ে গেছে। এই

মুহুর্তে যদি কেউ মনে করেন ভোট বন্ধ করে কোন প্রভু কাউকে ক্ষমতায় বসিয়ে দেবে তবে সেই স্বপ্ন দিবা স্বপ্ন হয়েই থাকবে। ২০১৪ সালেও বিএনপি নির্বাচন বানচাল করতে জ¦◌ালাও পোড়াও করেছে। কোন লাভ হয়নি।

এসময় স্থানীয় আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরাসহ গণমাধ্যম কর্মীরা ও উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুর-২ আসনে ৯ জন বৈধ, ৫ জন অবৈধ ও ১ জনের মনোনয়ন স্থগিত ঘোষণা

আরপিও’র ১৯৭২ এর ১৪ অনুচ্ছেদের কয়েকটি ধারা অনুযায়ী মেহেরপুর-২ আসনে ৯ প্রার্থীর মনোনয়ন বৈধ, ৫ প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিল এবং ১ প্রার্থীর মনোনয়ন স্থগিত করেছেন জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা শামীম হাসান।

আজ রবিবার সকাল ১০ টা থেকে দুপুুর ১ টা পর্যন্ত মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ও জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা শামীম হাসানের সম্মেলন কক্ষে মনোননয়ন যাচাই বাছাই শেষে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

মেহেরপুর-২ আসনের মনোনয়ন বাতিল হওয়া প্রার্থীদের অ্যাডভোকেট রাশিদুল হক জুয়েল সদ্য গাংনী উপজেলা পরিষদ থেকে পদত্যাগ কারী ভাইস চেয়ারম্যান। মনোনয়নপত্রে তার এক শতাংশ ভোটারের সত্যতা না পাওয়া ও ভোটারের জাল স্বাক্ষরের কারণে তার মনোনয়ন বাতিল করা হয়।

একই কারণে আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী প্রার্থী সাবেক ছাত্রলীগ নেতা নুরুল ইসলাম, আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী প্রার্থী গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোখলেসুর রহমান মুকুল, উপজেলা আওয়ামী লীগের সদস্য জাহাঙ্গীর আলম বাদশা ও স্বতন্ত্র আশরাফুল ইসলামের মনোনয়ন বাতিল করা হয়।

এছাড়া হলকনামায় উল্লেখিত শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদপত্র দিতে না পারায় বাংলাদেশ কংগ্রেসের মনোনীত প্রার্থী আল ফারুকের মনোনয়ন স্থগিত করা হয়।

মেহেরপুর-২ আসনের বৈধ প্রার্থীরা হলেন- আওয়ামী লীগ প্রার্থী আবু সালেহ মোহাম্মদ নাজমুল হক, উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও বর্তমান সংসদ সদস্য স্বতন্ত্র প্রার্থী সাহিদুজ্জামান, স্বতন্ত্র প্রার্থী সাবেক সংসদ সদস্য মকবুল হোসেন, তৃনমূল বিএনপির আব্দুল গনি, এনপিপির গোলাম রসুল, বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক মুক্তিজোটের শাহ জামাল, ওয়ার্কাস পার্টির নুর আহমেদ বকুল, জাকের পার্টির সামসুদ্দোহা, জাতীয় পিার্টর কিতাব আলী।

জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা শামীম হাসান জানান, যাদের মনোনয়ন বাতিল করা হয়েছে। তারা সংক্ষূব্ধ হলে আপিল করতে পারবেন।

মেহেরপুর-১ আসনে ৭ প্রার্থীর মনোনয়ন বৈধ ও তিন প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিল

আরপিও’র ১৯৭২ এর ১৪ অনুচ্ছেদের কয়েকটি ধারা অনুযায়ী মেহেরপুর-১ আসনে ৭ প্রার্থীর মনোনয়ন বৈধ এবং তিন প্রার্থীর মনোনয় বাতিল করা হয়েছে।

রবিবার সকাল ১০ টা থেকে দুপুুর ১ টা পর্যন্ত মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ও জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা শামীম হাসানের সম্মেলন কক্ষে মনোননয়ন যাচাই বাছাই শেষে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

মেহেরপুর-১ আসনের বাতিল প্রার্থীরা হলেন- মেহেরপুর-১ আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী জেলা আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি অ্যাড. মিয়াজান আলী, স্বতন্ত্র প্রার্থী জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি অ্যাড. ইয়ারুল ইসলাম, জাতীয় পার্টির (জেপি) মওলাদ আলী খান।

এদের মধ্যে অ্যাড. ইয়ারুল ইসলাম আওয়ামী লীগের দলীয় প্রার্থী

হিসেবে মনোনয়ন জমা দেওয়ায় বাতিল হয়েছে। অ্যাড মিয়াজান আলী ফৌজদারী মামলার তথ্য গোপন, সমর্থনকারীদের স্বাক্ষর জাল করাসহ প্রবাসে বসবাসকারীদের সমর্থন দেখানোতে বাতিল এবং জাতীয় পার্টি (জেপি) প্রার্থী মওলাদ আলী খান ভুল তথ্য প্রদান করা সহ নিজের প্রার্থীতার প্রস্তাবকারী ও সমর্থনকারী নেজেকেই দেখানোতে তার মনোনয়ন বাতিল করা হয়েছে।

বৈধ প্রার্থীরা হলেন আওয়ামীলীগ প্রার্থী ফরহাদ হোসেন, জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য ও দুইবারের সাবেক এমপি স্বতন্ত্র প্রার্থী প্রফেসর আব্দুল মান্নান, আওয়ামী লীগের জাতীয় পরিষদের সদস্য ও সাবেক এমপি জয়নাল আবেদীন, জাতীয় পার্টির আব্দুল হামিদ, বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক মুক্তিজোট প্রার্থী বাবুল জাম, জাকের পার্টির সাইদুল আলম, এনপিপির তরিকুল ইসলাম লিটন।

মনোনয়ন বাতিল হওয়া অন্যান প্রার্থীরা কোনরূপ প্রতিক্রিয়া না জানালেও মেহেরপুর-১ আসনের জাতীয় পার্টির জেপি) প্রার্থী মওলাদ আলী খান আপিল করবেন বলে জানিয়েছেন।

জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা শামীম হাসান জানান, যাদের মনোনয়ন বাতিল করা হয়েছে। তারা সংক্ষূব্ধ হলে আপিল করতে পারবেন।

মেহেরপুরে ডামি বন্দুকের উত্তেজনা

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আর মাত্র ৩৪ দিন বাকি। ভোটের দিন যত ঘনিয়ে আসবে মাঠের উত্তেজনা ততই বাড়বে। সেই সঙ্গে বাড়বে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় থাকা প্রার্থীদের অভিযোগের পরিমাণও, এটাই স্বাভাবিক। তবে ভোটের মাঠের অধিকাংশ উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে প্রার্থীরা প্রচার-প্রচারণায় মুখোমুখি অবস্থায় গেলেই। কিন্তু মেহেরপুরে এই উত্তেজনা এবার ভিন্ন রূপ ধারণ করেছে আনুষ্ঠানিক প্রচার প্রচারণা শুরুর অনেক আগেই।

মূলত বাকযুদ্ধের সূত্রপাত হয় আনুষ্ঠানিকভাবে দলীয় মনোনয়ন জমা

দেওয়ার আগের দিন মুজিবনগর স্মৃতিসৌধে স্বতন্ত্র প্রার্থী নিয়ে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রীর একটি বক্তব্য, এবং পরদিন স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র দাখিল করার পর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে যেয়ে সাবেক সংসদ সদস্য প্রফেসর আব্দুল মান্নানের প্রতি উত্তরের মাধ্যমে। ডামি বন্দুকের বাকযুদ্ধ এখন আর শুধু দুই প্রার্থীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। তাদের সমর্থক, সাধারণ ভোটার ও চায়ের দোকানেও ছড়িয়ে পড়েছে বাকযুদ্ধ।

স্বতন্ত্র প্রার্থী নিয়ে সম্প্রতির জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের করা একটি মন্তব্যের উত্তরে তার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী প্রার্থী সাবেক এমপি প্রফেসর আব্দুল মান্নান জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রীকে নাবালক এবং ময়মনসিংহের ভাষায় গেদা আখ্যায়িত করে বলেন, ‘একটা নাবালকের কথার উত্তরে আমি বলবো,আমার বন্ধুকের নল নেই সত্য। কিন্তু আমার বন্ধুকে ফুল ও ভালোবাসা আছে। আমি বন্দুকের গুলি ছুড়তে আসিনি। আমি প্রেম ও ভালোবাসা দিয়ে জনগণের মন জয় করে নির্বাচনে জিততে এসেছি।’

অপরদিকে গত ২৯ নভেম্বর বুধবার দুপুরে মুজিবনগর স্মৃতিসৌধে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনর পর সাংবাদিকদের জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী বলেছিলেন, ‘স্বতন্ত্র প্রার্থী মানেই আওয়ামী লীগের ডামি ক্যান্ডিডট, যার নলও নাই, গুলিও নাই। সেটি ফুটবেওনা, কারো ক্ষতিও করবে না। একটি অংশ গ্রহণ মূলক নির্বাচনের জন্যই তাদেরকে দলের পক্ষ থেকে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসাবে রাখা হয়েছে। যাতে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কেউ বিজয়ী না হয়।’

উল্লেখ্য, মেহেরপুর-১ সংসদীয় আসন ১১ টি ইউনিয়ন, ১ টি পৌরসভা ও ২ টি উপজেলা নিয়ে গঠিত। এর মোট ভোটার সংখ্যা ৩ লক্ষ ৩৭ জন, এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ১ লক্ষ্য ৪৯ হাজার ৫৫৬ জন ও মহিলা ভোটার ১ লক্ষ ৫০ হাজার ৪৮১ জন।

নির্বাচন কমিশন ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী ভোট হবে ৭ জানুয়ারি। রিটার্নিং অফিসার ও সহকারী রিটার্নিং অফিসারের কাছে মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ছিলো ৩০ নভেম্বর। মনোনয়ন পত্র যাচাই-বাছাই সম্পন্ন হবে ১ থেকে ৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত। প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ দিন ১৭ ডিসেম্বর। প্রতীক বরাদ্দ করা হবে ১৮ ডিসেম্বর। এবং এদিন থেকেই প্রার্থীরা প্রচার শুরু করতে পারবেন। নির্বাচনী প্রচারণার শেষ হবে ৫ জানুয়ারি সকালে।

বিএনপি আরও জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে : হানিফ

ভুল রাজনীতির কারণে বিএনপি আরও জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবউল আলম হানিফ।

তিনি বলেন, বিএনপি রাষ্ট্র ক্ষমতায় থাকতেও জনগণ বিরোধী কাজ করেছিল হাওয়া ভবন বানিয়ে লুটপাট দুর্নীতি সন্ত্রাসী করে জনবিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। দেশটাকে একটা জঙ্গী রাষ্ট্র বানিয়েছিল। বিদেশী জঙ্গীদের অস্ত্র সরবারহ করে তাদের আশ্রয় দিয়ে এই রাষ্ট্রটাকে জঙ্গীবাদ বানিয়ে ফেলেছিল। যার কারণে বাংলাদেশটা পৃথিবীর কাছে দূর্নীতিগ্রস্থ এবং ব্যর্থরাষ্ট্র হিসেবে চিন্নিত ছিল। জনগণ এই সমস্ত অপকর্মের কারনণ বিএনপি থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল ২০০৮ সালের নির্বাচনে জনগণ তাদেরকে আস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করেছিল।

শনিবার বেলা ১১টায় পিটিআই রোডে কুষ্টিয়া নাগরিক পরিষদের আয়োজনে নাগরিক প্রতিনিধি সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে হানিফ এসব কথা বলেন।

হানিফ বলেন, দূর্ভাগ্যেজনক হলেও বিএনপি সেই শিক্ষা এখনো গ্রহন করেনি। বিএনপি ক্ষমতার বাইরে থাকতে একই কাজ করছে ২০১৩, ১৪, ১৫ সালে আন্দোলনের নামে বাসে ট্রেনে আগুন দিয়ে মানুষ পুড়িয়ে হত্যার করার কারনে জনগণ তাদেরকে আবারো ধিক্কার দিয়ে আস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করেছে। সেই বিএনপি এখন আবার নতুন করে নির্বাচন বানচাল করার জন্য আন্দোলনের নামে বাসে ট্রেনে আগুন দিয়ে মানুষের মধ্যে আতংক স্বৃষ্টি করে তারা ভাবছে এটাই তাদের খুব সফলতা হচ্ছে।

হানিফ আরো বলেন, বিএনপির এখন রাজনৈতিক সফলতা হচ্ছে বাসে ট্রেনে আগুন দেয়া, এটা একটা সন্ত্রাসী কর্মকান্ড। চোরাগুপ্তা দুয়েকটি জায়গায় বোমা ফাটিয়ে বা দুইএকটা জায়গায় বাসে আগুন দিয়ে কোন কিছু অর্জন করা যাই না। দেশের মানুষ বিএনপির প্রতি আস্থাও রাখে না এবং এই দলটার প্রতি ক্রমানয়ে মানুষের ঘৃণা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এসময় নাগরিক পরিষদের নেতৃবৃন্দসহ আওয়ামী লীগ ও বিভিন্ন অঙ্গসংগঠনের নেতৃবৃন্দরা উপস্থিত ছিলেন।

ঝিনাইদহ আইনজীবী সমিতির নির্বাচন আওয়ামী লীগ পন্থী পরিষদের নিরঙ্কুশ জয়

ঝিনাইদহ জেলা আইনজীবী সমিতির বার্ষিক নির্বাচন (২০২৪) এর ভোট গ্রহন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার (৩০ নভেম্বর) সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত বিরতিহীন ভাবে আইনজীবী সমিতির কার্যালয়ে এই ভোট গ্রহন অনুষ্ঠিত হয়।

সভাপতি সম্পাদকসহ ১৭টি পদের নির্বাচনে সভাপতি-সম্পাদকসহ ১৪টি পদে সম্মিলিত আওয়ামী আইনজীবী পরিষদ (ইসমাইল- মঞ্জুরুল) প্রার্থীরা জয়লাভ করেছে। বাকী ৩টি সদস্য পদে বিএনপি জামায়াত পন্থী পরিষদের প্রার্থীরা বিজয়ী হয়েছে।

নির্বাচনে সভাপতি পদে আওয়ামী পন্থী পরিষদের অ্যাড. ইসমাইল হোসেন ১৫৩ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন, তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপি পন্থী পরিষদের কাজী একরামুল হক আলম পেয়েছেন ১২৪ ভোট। সাধারণ সম্পাদক পদে আওয়ামী পরিষদের মঞ্জুরুল ইসলাম পেয়েছেন ১৪৬ ভোট নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপি পন্থ’◌ী পরিষদের আব্দুর রশিদ বিশ্বাস পেয়েছেন ১৩০ ভোট। এছাড়া আওয়ামী পন্থী পষদের অন্যান্য পদে বিজয়ীরা হলেন সহ-সভাপতি পদে আব্দুল খালেক পেয়েছেন ১৪২ ভোট, নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী কাজী আলাউল হক পেয়েছেন ১৩৬ ভোট, সহ-সাধারণ সম্পাদক পদে নজরুল ইসলাম পেয়েছেন ১৪৪ ভোট, নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী রিয়াজুল ইসলাম রিয়াজ পেয়েছেন ১২৭ ভোট। হিসাব নিরিক্ষক পদে শাহিনুল ইসলাম শাহীন পেয়েছেন ১৭০ ভোট, নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী শামিউল ইসলাম পেয়েছেন ১০৮ ভোট, সাহিত্য সাংস্কৃতিক, গ্রন্থাগার ও তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক পদে